Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Baishakh 19, 1433 Bangla, May 02, 2026, Saturday, No. 119, 56th year

H I G H L I G H T S

President Mohammed Shahabuddin, addressing a programme marking the May Day has said, workers are the principal architects of the country's development and the driving force of the economy.[R. Today: 14]

Government has taken initiatives to gradually reopen closed factories across country-- said PM Tarique Rahman at a rally organized by Jatiyatabadi Sramik Dal on the occasion of May Day. [R. Today: 13]

Prime Minister has warned that certain quarters are conspiring to render Bangladesh "friendless" and controversial on the global stage. [R. Today: 15]

Tarique Rahman has arrived in Sylhet on a daylong tour to join several programmes, including inauguration of a canal excavation and the Notun Kuri Sports. [Jago FM: 18]

Four more children have died from measles and measles-like symptoms in country in past 24 hours. [R. Today: 14]
According to DGHS, 276 children have died from confirmed and suspected measles from March 15 to April 30. The number of infected people has exceeded 42,000. [BBC: 06]

Indian int'l relations analysts have criticized Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma's remarks on Bangladesh. Earlier, Bangladesh summoned Indian acting High Commissioner in Dhaka to protest. [DW: 11]

Bangladesh has fallen three places to 152nd out of 180 countries in the 2026 World Press Freedom Index. The country was ranked 149th in 2025. [BBC: 04]

Donald Trump has threatened to withdraw US troops from Italy & Spain over their criticism of his handling of the war with Iran. [DW: 11]

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048 44813179**	**Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
বৈশাখ ১৯, বাংলা ১৪৩৩, মে ০২, ২০২৬, শনিবার, নং- ১১৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেছেন, শ্রমিকরাই দেশের উন্নয়নের প্রধান স্থপতি এবং অর্থনীতির চালিকাশক্তি। [রে. টুডে: ১৪]

বিগত কয়েক বছরে বন্ধ হওয়া কল-কারখানা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে-- মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত সমাবেশে বললেন তারেক রহমান। [রে. টুডে: ১৩]

একটি মহল বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন ও বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র করছে-- মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। [রে. টুডে: ১৫]

একটি খাল খনন ও নতুন কুড়ি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিতে একদিনের সফরে সিলেট পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৮]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরো চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। [রে. টুডে: ১৪]

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গত ১৫ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত এবং সন্দেহজনক হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে ২৭৬ শিশুর। আক্রান্তের সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়েছে। [বিবিসি: ০৬]

বাংলাদেশ নিয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকেরা। এর আগে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ। [ডয়চে ভেলে: ১১]

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে এবার বাংলাদেশের তিন ধাপ অবনতি হয়েছে। এ বছর বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫২তম, গত বছর এই অবস্থান ছিল ১৪৯তম। [বিবিসি: ০৪]

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের সমালোচনা করায় স্পেন ও ইটালি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। [ডয়চে ভেলে: ১১]

বিবিসি

শ্রমিক নাকি পার্টনার, বাংলাদেশে গিগ কর্মীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন কেন?

কেউ খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন, কেউ করছেন রাইড শেয়ার। আবার অনেকে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন বৈশ্বিক শ্রমবাজারে। ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বজুড়ে অ্যাপনির্ভর এক বিশাল শ্রমবাজার গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে যার পরিচয় গিগ মার্কেট হিসেবে। আর এই সেক্টরে কর্মরতদের বলা হয় গিগ কর্মী। বাংলাদেশেও গত এক যুগে এই ধরনের একটি বড়ো শ্রমখাত তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় থেকেই এই বাজারে যুক্ত হয়েছেন দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আই সোশ্যাল-এর গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে সাড়ে ছয় লক্ষ টেকনিক্যাল এবং প্রায় দুই লক্ষ নন-টেকনিক্যাল মিলিয়ে এই খাতে অন্তত সাড়ে আট লাখ কর্মী কাজ করছেন। গিগ কর্মী মূলত তারাই, যারা ইন্টারনেট অ্যাপের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দক্ষতা অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজের কমিশনের ভিত্তিতে অর্থ উপার্জন করেন অর্থাৎ যত কাজ, তত টাকা, কাজ নেই টাকা নেই। প্রযুক্তিনির্ভর এই খাতে কাজের সুযোগ বাড়লেও, শ্রমিকের আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। দিনের পর দিন শ্রম দিয়ে গেলেও এই খাতের কর্মীদের শ্রমিক হিসেবে এখনও স্বীকার করেনি বাংলাদেশের শ্রম আইন। ফলে শ্রমিকের অধিকার রক্ষা এবং আইনি সুরক্ষার বিষয়ে অনিশ্চয়তায় তারা। আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন, গিগ কর্মীরা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নির্দিষ্ট কাজের চুক্তিতে যুক্ত হওয়ায় তারা শ্রমিক নন বরং পার্টনার হিসেবেই গণ্য হন। যা তাদেরকে নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে বলেই মত তাদের।

যদিও চাকরির মতো বাধ্যবাধকতা না থাকায় ইন্টারনেটের এই যুগে পৃথিবী জুড়েই জনপ্রিয় হচ্ছে গিগ মার্কেট। ঢাকার একটি ফ্রিল্যান্স প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ আসসালাতুজ্জামান বলছেন, নিয়মিত কর্মীদের মতো সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন না থাকায় এই মডেলে আগ্রহ বাড়ছে অনেক নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের। "আপনি যখন একজন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করবেন, তার জন্য অনেক দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে, এছাড়া একটা কাজের জন্য আপনার পুরো মাসের জন্য একজন কর্মী নেওয়ার দরকার নেই। এটা নিয়োগদাতার জন্যও সুবিধা,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

গিগ কর্মীদের যত অভিযোগ

গিগ মার্কেটে নন-টেকনিক্যাল যেমন- পণ্য ডেলিভারি বা রাইড শেয়ারিং কর্মীরা যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কাজ করছেন, তেমনি টেকনিক্যাল কর্মীরা- অর্থাৎ গ্রাফিক্স ডিজাইনার, অ্যাপ ডেভলপার নিজেদের দক্ষতা দিয়ে যুক্ত হচ্ছেন আন্তর্জাতিক বাজারে। শ্রম ঘন বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট হওয়ায় ইন্টারনেটভিত্তিক ওপেন মার্কেটে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজে যুক্ত হয়েছেন অনেকে। বিশেষ করে ইচ্ছা অনুযায়ী কাজের স্বাধীনতা থাকায় গিগ মার্কেটে যুবকদের আগ্রহই বেশি। এর মাধ্যমে অনেকে যেমন নির্দিষ্ট সময় কাজ করে অর্থ উপার্জন করছেন আবার অনেকে নিজের দক্ষতা বাড়িয়ে এই খাতকেই নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই শ্রমবাজার যখন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তখন এই খাতের কর্মীদের নানা অভাব-অভিযোগও একে একে সামনে আসছে। তাদের দাবি, এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও, সমাধান মিলছে না। ঢাকার গুলশানে বিবিসি বাংলার কথা হয় অ্যাপভিত্তিক একটি পণ্য ডেলিভারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হাবিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলছেন, "আমাদের নিয়োগপত্র নেই, কোনো প্রমোশনও নেই, প্রতিষ্ঠান নিজেই সব ঠিক করে দেয়, কর্মী হিসেবে আমরা কাজ করি, কমিশন পাই। কখনও কাজ থাকে, কখনও থাকেনা।„

নানা অভিযোগ থাকলেও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, এই শঙ্কায় সেসব নিয়ে মুখ খুলতে চান না এই খাতের অনেক কর্মী। সাইকেলের প্যাডেলে ভর দিয়ে গন্তব্যে ছুটছেন ডেলিভারি কর্মী মোহাম্মদ রাজ্জাক। ঢাকার অভিজাত গুলশান-বনানী এলাকায় অনলাইনে অর্ডার দেওয়া পণ্য মানুষের ঘরে পৌঁছে দেন ২৭ বছর বয়সি এই যুবক। বিবিসি বাংলাকে তিনি জানান, প্রতিদিন যতগুলো ডেলিভারি করবেন, তার ভিত্তিতেই অর্থ উপার্জন। দিনে অন্তত ২০টি ডেলিভারি করতে পারলে মাসে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করেন তিনি। বাংলাদেশের শ্রম আইনে স্বীকৃতি না থাকায় গিগ কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে আইনি সুরক্ষা নেই। এমনকি চুক্তিভিত্তিক কর্মী হওয়ায় বেতন, ভাতা কিংবা পেনশনের সুবিধা নিয়েও বন্ধ আলোচনার সুযোগ। অবশ্য, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ইনসিওরেন্স সুবিধা দিতে কর্মীদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিত আয় থেকে কেটে নেন বলে জানান মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ার চালক কামাল উদ্দিন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "আমরা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোম্পানি চিকিৎসার জন্য সহায়তা দেবে, এই কারণে আমাদের আয় থেকে একটা অ্যামাউন্ট কেটে রাখে। কিন্তু কখনও কেউ এই টাকা পেয়েছে কিনা এটা আমি নিশ্চিত না।„

এদিকে, গিগ মার্কেটের টেকনিক্যাল- অর্থাৎ গ্রাফিক্স ডিজাইন, অ্যাপ ডেভলপিং-এর মতো কাজে যুক্ত কর্মীদের মূল সমস্যা সরকারি পৃষ্টপোষকতা এবং ইন্টারনেট নির্ভর অর্থনীতির অবকাঠামো নিয়ে। টেকনিক্যাল গিগ কর্মীদের অভিযোগ, বিদেশিদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে পেমেন্ট গেটওয়ে নিয়ে বড়ো ধরনের জটিলতায় পড়ছেন তারা। এছাড়া,

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে পরিচিত এই কর্মীদের সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টিও বড়ো চিন্তার জায়গা। "মেধা শ্রম দিয়ে বৈশ্বিক বাজার থেকে ডলার আনছি আমরা, কিন্তু কাজের স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেক সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়,„ বলেও জানান ফ্রিল্যান্স কর্মী জিসান মাহমুদ।

সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন কেন?

বাংলাদেশে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি নতুন নয়। কম বেতন, শিশু শ্রমসহ নানা বিষয় নিয়ে নানা সময় আলোচনা হতে দেখা যায়। বিশ্লেষকরা বলছেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় নানা আইন এবং নীতি প্রণয়ন করা হলেও, তাদের অধিকার কতটা সুরক্ষা হয়েছে, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক গিগ শ্রমবাজার অপেক্ষাকৃত নতুন হওয়ায়, এই খাতের কর্মীদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিয়ে বৃহৎ পরিসরে এখনও কাজ হয়নি বলেই মনে করেন তারা। মূলত, কাজের ধরণ বা চুক্তির কারণেই গিগ কর্মীরা শ্রম আইনের সুরক্ষার মধ্যে আসছে না বলেই মনে করেন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের বা এইচআরপিবি প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলছেন। তিনি বলছেন, নিয়মিত চাকরি, নির্দিষ্ট বেতন আছে এমন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি লেবার ক্যাটাগরিতে পড়বেন এবং সেক্ষেত্রে তার যে-কোনো অভিযোগের প্রতিকার লেবার কোর্টে হবে। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক হলে সেই আলোচনা ভিন্ন। "আপনার সঙ্গে চুক্তি হলো যে, প্রতিটি খাবার পৌঁছে দেবেন আপনাকে দশ টাকা করে দেবে বা মাইল হিসেবে দেবে, এক্ষেত্রে ওই কর্মী আর লেবার কোর্টে পড়বে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। যদিও এক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলেও জানান মি. মোরসেদ। "কোনো প্রতিষ্ঠান যদিও কনট্রাক্ট ভায়োলেশন করে, তাহলে ভুক্তভোগী ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে লিগ্যাল অ্যাকশন নিতেই পারেন।

এছাড়া, চুক্তিভিত্তিক এসব কাজের ক্ষেত্রে একজন কর্মীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের হওয়া চুক্তির শর্ত এবং কমিশনের পরিমাণ যথার্থ হয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে। গিগ কর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলছেন, গিগ কর্মীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতের বিষয়ে নানা আলোচনা থাকলেও, এ নিয়ে সরকারিভাগে তেমন পদক্ষেপ নেই। যার ফলে পুরো সেক্টরই একরকম অগোছালো অবস্থায় রয়ে গেছে। যদিও সংশোধিত শ্রম আইনে এই কর্মীদের সংগঠন করার সুযোগ রাখার বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন এই বিশ্লেষক। তিনি বলছেন, দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ চাকরির বাজারে আসতে না পেরে গিগ মার্কেটে যোগ দিচ্ছেন। অথচ সেখানেও তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। "তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নেই, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নেই। আবার যে কাজ তারা বেছে নিচ্ছে, সেখানেও আইন তৈরি করে তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া যাবে না? তারা তো কোনো অর্থও বরাদ্দ চাচ্ছে না, শুধু আইন করে দিন,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আহমেদ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৫.২০২৬ নারগীস)

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে তিন ধাপ অবনতি বাংলাদেশের

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে এবার বাংলাদেশের তিন ধাপ অবনতি হয়েছে। এ বছর বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫২তম, গত বছর এই অবস্থান ছিল ১৪৯তম। ৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এ বছরও 'বৈশ্বিক গণমাধ্যম স্বাধীনতা সূচক' প্রকাশ করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স বা আরএসএফ। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, অধিকার ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক এই সংগঠনের সূচক অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে এবং গত বছরের চেয়ে পিছিয়েছে তিন ধাপ। আরএসএফএ-এর তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচকের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অর্ধেকেরও বেশি দেশ 'কঠিন' অথবা 'অত্যন্ত উদ্‌বেগজনক' পর্যায়ে যুক্ত হয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, গত ২৫ বছরের মধ্যে সূচকে অন্তর্ভুক্ত ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলের গড় স্কোর এর আগে কখনও এত নিচে নামেনি। আরএসএফ তাদের বিশ্লেষণে বলছে, ২০০১ সাল থেকে ক্রমেই কড়াকড়ি হয়ে ওঠা আইনি ব্যবস্থার বিস্তার। বিশেষ করে, জাতীয় নিরাপত্তা নীতির সঙ্গে যুক্ত আইনগুলো ধীরে ধীরে তথ্য জানার অধিকারকে ক্ষয় করে যাচ্ছে। এমনকি গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও এটা ঘটছে। আমেরিকা মহাদেশে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সাত ধাপ নেমে গেছে এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ সহিংসতা ও দমনপীড়নের আরও গভীর চক্রে ঢুকে পড়েছে।

কীভাবে স্কোরিং হয় এবং বাংলাদেশের স্কোর কত?

আরএসএফ প্রতিবছর একটি সূচক প্রকাশ করে যেখানে দেখার চেষ্টা করা হয়, সাংবাদিকরা কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আইনি কাঠামো, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং নিরাপত্তা- এই পাঁচটি দিক থেকে প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। এর মধ্যদিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বাস্তব পরিস্থিতি ও বিভিন্ন জটিলতা উঠে আসে বলে আরএসএফ দাবি করে। প্রতিটি সূচকের জন্য শূন্য

থেকে ১০০ পর্যন্ত একটি সহায়ক স্কোর গণনা করা হয়। যে-সব দেশ ৮৫ থেকে ১০০ পয়েন্ট পায় তারা 'ভালো' (সবুজ); ৭০ থেকে ৮৫ পয়েন্ট 'সন্তোষজনক' (হলুদ); ৫৫ থেকে ৭০ পয়েন্ট 'সমস্যাযুক্ত' (হালকা কমলা); ৪০ থেকে ৫৫ পয়েন্ট 'কঠিন' (গাঢ় কমলা) এবং শূন্য থেকে ৪০ পয়েন্ট যারা যায় তাদের 'খুব গুরুতর' (গাঢ় লাল) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ বছর বাংলাদেশের স্কোর দেখানো হয়েছে ৩৩ দশমিক শূন্য পাঁচ। গত বছর যা ছিল ৩৩ দশমিক ৭১।

গত বছর ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৯তম অবস্থানে ছিল, যেখানে এবার তিন ধাপ পিছিয়ে ১৫২তম অবস্থানে রয়েছে দেশটি। যে-সব দেশের পয়েন্ট বেশি, সেগুলো তালিকার শুরুতে এবং যে-সব দেশের পয়েন্ট কম, অর্থাৎ সাংবাদিকরা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছেন, সেসব দেশ তালিকার নিচের দিকে থাকে। এ বছর তালিকার ১ নম্বর অবস্থানে রয়েছে নরওয়ে এবং ১৮০টি নম্বরে আছে ইরিত্রিয়া। নরওয়ের স্কোর ৯২ দশমিক ৭২ এবং ইরিত্রিয়ার ১০ দশমিক ২৪। তালিকায় বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারত ৩১ দশমিক ৯৬ স্কোর নিয়ে ১৫৭তম স্থানে এবং পাকিস্তান ৩২ দশমিক ৬১ স্কোর নিয়ে ১৫৩তম স্থানে রয়েছে।

যুদ্ধের প্রভাব

বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় চলমান যুদ্ধগুলো চলতি বছরে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বিশেষ করে, ফিলিস্তিনে (১৫৬তম), যেখানে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অভিযানে ২২০ জনেরও বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অন্তত ৭০ জন পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে, কোথাও কোথাও স্বৈরশাসিত সরকারগুলো সংবাদমাধ্যমকে দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থায় আটকে রাখায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে চীন (১৭৮তম), উত্তর কোরিয়া (১৭৯তম) ও ইরিত্রিয়ার নাম এসেছে। এছাড়া, গত ২৫ বছর ধরে পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বে সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দুটি অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর প্রতিফলন দেখা যায় ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়ার (১৭২তম) অবস্থানে, যেটি ইউক্রেনে আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার দিক থেকে এখনো সবচেয়ে খারাপ দেশগুলোর একটি। ইরানও (১৭৭তম) তালিকার তলানির কাছেই রয়ে গেছে, যার পেছনে রয়েছে সরকারের দমনপীড়ন এবং দেশটির ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অবনতি

বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক যে অঞ্চলগুলো- পূর্ব ইউরোপ-মধ্য এশিয়া (ইইএসি) এবং মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকাই (মেনা)- ওই অঞ্চলগুলোর সঙ্গে আমেরিকা মহাদেশের ২৮টি দেশকে তুলনা করা হয়েছে আরএসএফ-এর প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তার বারবার আক্রমণকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক নীতিতে রূপ দিয়েছেন, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সূচকে সাত ধাপ নেমে ৬৪তম অবস্থানে গেছে।„ যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়ার (ইউএসএজিএম) কর্মী সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বৈশ্বিক প্রভাব পড়েছে; এর ফলে বহু দেশে ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ), রেডিও ফ্রি ইউরোপ/রেডিও লিবার্টি (আরএফই/আরএল) এবং রেডিও ফ্রি এশিয়ার (আরএফএ) মতো আন্তর্জাতিক সম্প্রচারমাধ্যম বন্ধ, স্থগিত বা সংকুচিত করা হয়েছে, সেসব দেশে যেখানে এগুলো ছিল নির্ভরযোগ্য তথ্যের শেষ কয়েকটি উৎসের মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কী বলা হয়েছে

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থা নিয়েও বিশ্লেষণ রয়েছে। সেখানে বলা আছে, বাংলাদেশের ১৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে এক পঞ্চমাংশেরও বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং তাদের কাছে মূলধারার গণমাধ্যমে প্রবেশাধিকার খুব সীমিত। দেশটিতে খবর ও তথ্যের প্রচারে ইন্টারনেটের ভূমিকা ক্রমেই বাড়ছে।

গণমাধ্যমের চিত্র

আরএসএফ বলছে, রাষ্ট্রীয় দুটি প্রধান সম্প্রচারমাধ্যম, বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয় সংবাদ সংস্থা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) কার্যক্রমে কোনো সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নেই, এগুলো কার্যত সরকারি প্রচারযন্ত্র হিসেবে কাজ করে। তারা জানিয়েছে, বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমের মধ্যে রয়েছে প্রায় তিন হাজার মুদ্রিত গণমাধ্যম, দৈনিক ও সাময়িকী, ৩০টি রেডিও স্টেশন, যার মধ্যে কিছু কমিউনিটি রেডিও আছে। ৩০টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং কয়েকশ' সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইটও আছে। "জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল যমুনা টিভি, সময় টিভি ও একাত্তর টিভি আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল,„ তবে তারা বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা থেকে বিরত ছিল বলেও এতে উল্লেখ করা হয়। দেশের দুটি শীর্ষ দৈনিক- বাংলা ভাষার প্রথম আলো ও ইংরেজি ভাষার ডেইলি স্টার, কিছুটা হলেও সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে সরকারগুলো গণমাধ্যমকে মূলত যোগাযোগের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে আরএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়। তারা বলছে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও এর ব্যতিক্রম ছিল না, যেখানে সেন্সরশিপ, অনলাইন হয়রানি, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার চাপ, বিচারিক হয়রানি, একাধিক কঠোর আইন, পুলিশি সহিংসতা এবং ক্ষমতাসীন দলের মিলিশিয়াদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। ”শেখ হাসিনার সরকার সাংবাদিকতার পথে প্রতিবন্ধকতা অবিরাম বাড়িয়ে তোলে। এসব বাস্তবতায় সংবাদ কক্ষগুলো সরকারকে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে চলে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক সেন্সরশিপে আশ্রয় নেয়।„

আইনি কাঠামো

বাংলাদেশে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পাস হওয়া সাইবার সিকিউরিটি আইনকে (সিএসএ) বিশ্বের অন্যতম কঠোর সাংবাদিক-বিরোধী আইন এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের (ডিএসএ) একটি দুর্বল সংস্করণ বলেও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস আগে শেখ হাসিনার সরকারের আনা এই আইনের অধীনে ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি ও গ্রেফতার, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম জব্দ, ইচ্ছামতো অজুহাতে সূত্রের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অনুমোদন দেওয়া হয়। আরএসএফের ভাষ্য, ”এমন পরিবেশে সংবাদ কক্ষের সম্পাদকরা নিয়মিতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক সেন্সরশিপে বাধ্য হয়েছেন।„

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

বেসরকারি মালিকানাধীন শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ গণমাধ্যমের মালিকানা রয়েছে অল্প কয়েকজন বড়ো ব্যবসায়ীর হাতে, যারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্থানের সময় উঠে এসেছেন। তারা গণমাধ্যমকে প্রভাব বিস্তার ও মুনাফার হাতিয়ার হিসেবে দেখেন এবং সে কারণে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা রক্ষার চেয়ে সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দেন। এছাড়া, অনেক সংবাদপত্র এখনো সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া অর্থ এবং আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্টের ওপর নির্ভরশীল বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

সংবিধানে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আরএসএফ বলছে, এই 'দ্বিধা' গণমাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়, যেখানে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় প্রায় নিষিদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত এবং ”মূলধারার গণমাধ্যমে বাংলাদেশে বসবাসকারী এক কোটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রসঙ্গ প্রায় কখনোই আলোচিত হয় না।„ গত এক দশকে ”বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থি গোষ্ঠীগুলো ভয়াবহ সহিংস অভিযান চালিয়েছে, যার ফলে সাংবাদিক হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এখন এসব গোষ্ঠী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ধর্মনিরপেক্ষতা, ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলা সাংবাদিকদের শনাক্ত ও হয়রানি করছে„, বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

নিরাপত্তা

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার বলছে, বাংলাদেশে পুলিশি সহিংসতা, রাজনৈতিক কর্মীদের হামলা এবং জিহাদি, অপরাধী গোষ্ঠীর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ঝুঁকির মুখে থাকা সাংবাদিকরা শেখ হাসিনার শাসনামলে বেশি অসুরক্ষিত ছিলেন, কারণ ওই সময় এসব সহিংসতার ঘটনা বিনা বিচারে থেকে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও সাংবাদিক ও ব্লগারদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ও সাইবার সিকিউরিটি আইন প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়, শেখ হাসিনার পতনের পর শুরু হওয়া রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানের সময় ১৩০ জনেরও বেশি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলাও করা হয়। বিশেষ করে 'হত্যা' ও 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' অভিযোগে এদের মধ্যে পাঁচজন আটক হন। এছাড়া সাংবাদিকতা ”পেশাটি এখনো মূলত পুরুষশাসিত, আর নারী সাংবাদিকরা গভীরভাবে শেকড় গেড়ে থাকা হয়রানির সংস্কৃতির মুখোমুখি হন এবং নিজেদের অধিকার প্রকাশ্যে রক্ষার চেষ্টা করলে অনলাইন বিদ্বেষমূলক অভিযানের শিকার হন„ বা হয়েছে আরএসএফের প্রতিবেদনে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে হামে মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা

ছোট্ট একটা বিছানা। তাতে সাজিয়ে রাখা আছে ছোট্ট কোল বালিশ, কাঁথা। পাশে ঘিয়ে রঙের ছোটো এক ফ্রক হাতে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন শিরীন আক্তার। বিছানাটি তার নয় মাস বয়সি একমাত্র কন্যার। শিশুটি হামের লক্ষণ নিয়ে মারা গেছে কয়েকদিন আগে। গত সোমবার রাজশাহী শহরে শিরীন আক্তার বাসায় গিয়ে দেখা যায় এই চিত্র। ”মেয়ের কথা ভুলতে পারি না। মনে হয় ও ফিরে আসবে। তাই সাজিয়ে রাখা আছে সব। আমার তো বিশ্বাস হয় না, আমার পাখিটা মারা গেছে। সব সময় ওর চেহারাটা চোখে ভাসে,„ বলেন শিরীন আক্তার। শিরীন আক্তারের শিশুকন্যা সপ্তাহ দুয়েক আগে জ্বরে আক্রান্ত হন। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর একটু সুস্থ হলে তাকে বাসায় আনা হয়। এরপর হঠাৎ আবার অসুস্থতা শুরু হলে তাকে গত ১৯ এপ্রিল রাজশাহী মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেষ দিকে শ্বাসকষ্টসহ নানা জটিলতা দেখা দেয়। শরীরের কয়েক জায়গায় হামের মতো র্যাশ ওঠে। অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নিতে বলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তখন শুরু হলো আরেক যুদ্ধ। আইসিইউর অপেক্ষায় থেকে থেকে মেয়ের মৃত্যু দেখেছেন শিরীন আক্তার, কিন্তু আইসিইউ আর পাননি। তিনি বলেন, ”আইসিইউয়ের সিরিয়াল পেলাম ৩২ নম্বর। কতজনের হাত-পা ধরলাম, আমার মেয়েটাকে একটু আইসিইউতে দেন। কিন্তু কেউ শুনলো না। সবাই বলে উপায় নেই।„

শেষ পর্যন্ত গত ২৫ এপ্রিল মারা যায় শিরীন আক্তারের শিশু কন্যা। এর দু-দিন পর হাসপাতাল থেকে ফোন আসে যে, আইসিইউ'র সিট ফাঁকা হয়েছে। ”তখন আমি সিট নিয়ে কী করবো? আমার যখন দরকার, তখন তো পেলাম না,„ বলেন শিরীন আক্তার। হামের লক্ষণ থাকা শিশু কন্যাকে নিয়ে রাজশাহীর শিরীন আক্তারের যে অবস্থা হয়েছে, বাংলাদেশে অনেকেই একই পরিস্থিতিতে পড়েছেন। দেশটিতে প্রতিদিনই সন্দেহজনক হামে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুও বাড়ছে। অন্যদিকে সংকটাপন্ন শিশুদের জীবন বাঁচাতে আইসিইউর জন্য হাহাকার দেখা যাচ্ছে। যদিও সরকার বলছে, হামের বিশেষ টিকাদান কর্মসূচির কারণে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই সংক্রমণ কমে আসবে। কিন্তু সংক্রমণ কমলেও মৃত্যুর হার বাড়ার আশঙ্কা করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ।

সরেজমিন রাজশাহী; রোগীর ভিড়, আইসিইউ সংকট

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গত ১৫ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত এবং সন্দেহজনক হামে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে ২৭৬ শিশুর। আক্রান্তের সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়েছে। প্রতিদিন হাজারেরও বেশি নতুন রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোগী ও মৃত্যু ঢাকা বিভাগে। তবে ঢাকার বাইরে আবার পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি খারাপ রাজশাহী বিভাগে। বিভাগটিতে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ৭০টি। এর মধ্যে শুধু রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই মৃত্যুর ঘটনা ৫৩টি। নতুন নতুন আক্রান্ত রোগীও ভর্তি হচ্ছেন প্রতিদিন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় এক শয্যায় তিন থেকে চারজনকেও রাখা হচ্ছে। সাদিয়া জাহান নামে একজন বলছিলেন, শয্যা না থাকায় গাদাগাদি অবস্থায় থেকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ”বেডে দেখেন, তিনটা বাচ্চাকে আমরা রাখছি। কারণ জায়গা নেই। আমার বাচ্চা নাকি দুইটা অক্সিজেন পাবে কিন্তু এখন চলছে একটা। আরেকটি পাইনি। ওর ফুসফুসে ইনফেকশন। আমি তো মা। আমার তাহলে কী রকমটা লাগছে বলেন!„ রাজশাহী মেডিকেল ঘুরে দেখা যায়, সেখানে হামের জন্য আলাদা ওয়ার্ড করা হয়েছে। বেডে গাদাগাদি করে শিশুদের রাখা হয়েছে। এমনকি জায়গা না পেয়ে মেঝেতেও অসুস্থ শিশুকে নিয়ে অবস্থান করছেন অনেকে। এদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আবার রাজশাহী জেলার বাইরের রোগী। কেউ এসেছেন কুষ্টিয়া, কেউ পাবনা, কেউ নাটোর, নওগাঁ থেকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন আইসিইউর অপেক্ষায়। কিন্তু মিলছে না।

হাম ওয়ার্ডের একটি বেডে দেখা গেল, ছয় মাস বয়সি একটি শিশুর হাত-পা মালিশ করছেন মা রেহানা আক্তার। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় আইসিইউ রেফার করেছেন চিকিৎসক। সিরিয়াল ৩৪ নম্বরে। ফলে আদৌ সেই আইসিইউ পাবেন কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রেহানা। এদিকে সন্তানের অবস্থা সংকটাপন্ন। ”এখন আল্লাহর হাতে সব ছেড়ে দিয়েছি,„ কাঁদতে কাঁদতে বলেন রেহেনা আক্তার। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শংকর কে বিশ্বাস জানান, হাসপাতালটিতে আইসিইউ আছে ১৮টি। কিন্তু রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। ”আশেপাশের যে বিভাগগুলো রয়েছে, সেখানে যে-সব জেলা বা অন্যান্য মেডিকেল আছে, সেখানে আইসিইউ সেবা অপ্রতুল। ফলে যারা এই সেবা প্রার্থী, তারা এখানে চলে আসছেন,„ তিনি বলেন। মি. বিশ্বাস জানান, যে-সব শিশু মৃত্যু ঘটেছে, সেসবের ক্ষেত্রে মূল কারণ টিকা না নেওয়া এবং অপুষ্টি বড়ো কারণ।

মৃত্যু বাড়ার আশঙ্কা কেন?

হামে প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবার ঘাটতি থাকায় রোগীরা বড়ো শহরে আসছেন। এর চাপ পড়ছে ঢাকাতেও। হাসপাতালগুলো হিমশিম খাচ্ছে হাম আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে। যদিও এর মধ্যেই সারা দেশে হামের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই টার্গেটের প্রায় ৬১ শতাংশ টিকা দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এরপরও হামের সংক্রমণ কমছে না, মৃত্যুও থামছে না। এর পেছনে অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ”যদি ভালোমতো রোগীদের ম্যানেজ করা যেত, ঠিকমতো আইসোলেশন করা যেত, তাহলে দুটো কাজ হতো। একটা হলো- আমরা রোগীর সংখ্যা কমাতে পারতাম। আরেকটা হলো- মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে পারতাম,„ বলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বে-নজীর আহমেদ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মনে করছে, রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন স্থিতিশীল। কারণ টিকা দেওয়া হচ্ছে। তবে এরকম স্থিতিশীল থাকলেই যে সংক্রমণ কমতে শুরু করবে, সেরকমটা মনে করছেন না ডা. বে-নজীর আহমেদ। ”টিকা দিয়ে প্রতিরোধে তো সময় লাগে। টিকা পেলে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে সময় লাগে। এখানে পনেরো দিন বা এক মাস এরকমটা সময় লাগবে,„ বলেন তিনি। বাংলাদেশে সবগুলো বিভাগে হাম ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের হাম পরিস্থিতিকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু এর বিপরীতে দেশটির

স্বাস্থ্যসেবায় নানা দুর্বলতা স্পষ্ট হচ্ছে। যার ফলে টিকা কার্যক্রম চললেও সামনের দিনগুলোতে, বিশেষ করে, মৃত্যু বাড়বে বলে সতর্ক করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ।

বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, সামনের দিনগুলোতে হামের সংক্রমণ কমলেও মৃত্যু বেড়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, ”মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা আশা করি হামের সংক্রমণ কমে যাবে। কিন্তু মৃত্যু কমতে আমাদের আরো এক মাস সময় বেশি লাগবে। কারণ ইতোমধ্যেই যারা সংক্রমিত হয়ে যাবে, যাদের মধ্যে পুষ্টি কম বা আগে থেকে অন্যান্য রোগে ভুগছে, তারা গুরুতর পর্যায়ে চলে যাবে। ফলে এখন হয়ত মৃত্যু আমরা বাড়তির দিকে দেখবো।„

সরকার কী বলছে?

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মহামারি বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা হলে সরকারের সব বিভাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে যাবে, কাজে গতি আসবে, এমনকি দ্রুত টিকা পেতেও ভূমিকা রাখবে। তবে সরকার সেরকম কোনো ঘোষণার ইঙ্গিত দেয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে যে-রকম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার, সেটা হয়নি। স্বাস্থ্য বিভাগ হিমশিম খাচ্ছে রোগীর চাহিদা সামাল দিতে। বিশেষ করে আইসিইউ সংকটের কথা সামনে আসছে। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অবশ্য বলছে, তারা নজর বেশি দিচ্ছেন সংক্রমণ কমানোর উপর। ”রোগীর সংখ্যা যদি বেড়ে যায়, তাহলে তো একটা ক্রাইসিস হবে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই। এটাকে হাইড করারও কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আবার এমন না যে, খারাপ অবস্থা নিয়ে যত রোগী আসবে, সবাইকে আমি একটা করে আইসিইউ বেড দিয়ে দিতে পারবো। এজন্য আমাদের ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য যেটা থাকে সেটা হচ্ছে, হামের রোগীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলা,„ বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. জাহিদ রায়হান। সংক্রমণ কমাতে সরকার ইতোমধ্যেই সারা দেশে বিশেষ টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বুধবার নাগাদ এক কোটি দশ লাখের বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে জানিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এটা মোট টার্গেটের ৬১ শতাংশ। সামনের দিনগুলোতে বাকি টার্গেট পূরণ হবে, ”এটা হলে আশা করি আগামী ৮ থেকে ১৫ মে'র মধ্যে সংক্রমণ কমা শুরু করবে। তখন হাসপাতাল, আইসিইউর উপর চাপ কমে যাবে,„ বলেন অধ্যাপক ডা. মো. জাহিদ রায়হান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

সংসদের প্রথম অধিবেশনের যে আটটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রায় দুই বছর পর বসা এই সংসদ ছিল ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাক্ষী। ফলে অধিবেশনের প্রতিটি বিল, বক্তব্য আর সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদের বাইরেও ছিল বাড়তি আগ্রহ। রাষ্ট্রপতির ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাই সনদসহ নানা ইস্যুতে সরকারি ও বিরোধী দলের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্কের পাশাপাশি স্পিকার-ডেপুটি স্পিকারের নানা বক্তব্যও নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া এই অধিবেশনে একদিকে যেমন ছিল আইন প্রণয়নের রেকর্ড, অন্যদিকে ছিল তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির ইঙ্গিত। সংসদ সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২৫ দিনের এই অধিবেশনে মোট ১৩৩টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত হয়েছে, যার বিপরীতে ৯১টি বিল পাস হয়। শেষ দিনের দুটি বিলসহ সর্বমোট ৯৪টি বিল পাসের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হয়েছে। প্রশ্নোত্তর পর্বেও সরব ছিল সংসদ। সংবাদ সংস্থা বাসসের তথ্য অনুসারে, এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ৯৩টি প্রশ্নের নোটিশ জমা পড়ে, যার মধ্যে তিনি ৩৫টির উত্তর দিয়েছেন।

এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের জন্য জমা পড়া ২ হাজার ৫০৯টি প্রশ্নের মধ্যে ১ হাজার ৭৭৮টির উত্তর দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আইন প্রণয়নের বাইরেও সংসদীয় কার্যক্রমে গতি আনার চেষ্টা ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে, স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা বেশ ইতিবাচক ছিল বলেই মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল আলম বলছেন, ”সংসদে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে নানা বিষয়ে বিতর্ক হবে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তা যেন অর্থবহ হয়।„ দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য সংসদের প্রথম অধিবেশন ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। সংসদের প্রথম অধিবেশনের আলোচিত অনেক ঘটনার মধ্যে আটটি বিষয় তুলে ধরা হলো বিবিসি বাংলার এই প্রতিবেদনে।

১. রাষ্ট্রপতির ভাষণ- আলোচনা ও বিরোধিতা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণ। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ভাষণের প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ থেকে প্রথম দিনেই ওয়াকআউট করেন জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিসহ বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। এরপর থেকেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনা এই অধিবেশনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। প্রায় ২৮০ জন সংসদ সদস্য এই আলোচনায় অংশ নেন এবং মোট

৪০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বিতর্ক চলে। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে সাধারণত রাষ্ট্রপতির ভাষণের কেবল প্রশংসা করা হলেও, এবার আলোচনার ধরণ ছিল ভিন্ন। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের দেওয়া বক্তব্যের বিভিন্ন পয়েন্টে সরাসরি বিরোধিতা ও পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। এমনকি, অধিবেশনের শেষ দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করে তাকে গ্রেফতারের কথাও বলেছেন জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। অবশ্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে মোট ৪০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটের আলোচনাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এত দীর্ঘ সময় যেভাবে আলোচনা হয়েছে, সেটি সংসদীয় চর্চার ইতিবাচক দিক।

২. 'জুলাই সনদ' নিয়ে বিতর্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম 'জুলাই সনদ'। এ নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে সংসদে তীব্র বিতর্ক ও হট্টগোল হতেও দেখা গেছে। একদিকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলন কুক্ষিগত করার অভিযোগ তুলেছেন সরকারি দলের একাধিক সদস্য। অন্যদিকে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "যেটা আপনারা স্বাক্ষর করেছেন, আমরাও করেছি। আসুন, সেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করি।„ সংসদে সরকারি দলের সংসদ সদস্য এম মঞ্জুরুল করিম রনির জুলাই সনদ নিয়ে দেওয়া একটি বক্তব্য নিয়ে সংসদে হট্টগোল হতেও দেখা গেছে। "সংসদের প্রথম দিন থেকেই আননেসেসারি (অপ্রয়োজনীয়) একটি জুলাই সনদ নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে,„ মি. রনির এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা। অবশ্য সংসদে দেওয়া বক্তব্যে জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সেজন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার কথাও জানান তিনি। শুরুর দিন থেকেই সংবিধান সংশোধন পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার বিষয়েও মুখোমুখি অবস্থানে ছিলেন সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দল ও সরকারি দলের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্যের অভাব আরও স্পষ্ট হয়েছে।

৩. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র বিতর্ক ও বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান দাবি করেছেন, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন-২০২৬ পাসের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে, যা নিয়ে সংসদে উত্তাপ ছড়ায়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র বাহাস হয়েছে এই অধিবেশনে। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য ফজলুর রহমানের বক্তব্য নিয়ে বিরোধী দলের আপত্তির কারণে বেশ হট্টগোল হতে দেখা গেছে এই অধিবেশনে। জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতাও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সন্তান বা শিশু মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেছেন। জামায়াতে ইসলামী অতীতে বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধের দল হিসেবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, আবার সরকারদলীয় সদস্যরা জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। সংসদে বরাবরের মতো মুক্তিযুদ্ধ বড়ো আলোচনার বিষয় থাকলেও এবারের প্রেক্ষিত ছিল আলাদা। রাজনৈতিক স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের ব্যবহার নিয়ে যেমন সমালোচনা হয়েছে, তেমনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে।

৪. প্রশ্নোত্তর পর্বে জবাবদিহিতা

সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের জবাবদিহি করার অন্যতম মাধ্যম প্রশ্নোত্তর পর্ব, যা এই সংসদে উল্লেখযোগ্য হারে দেখা গেছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, সংসদে মন্ত্রীদেরকে জবাবদিহি করার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের ওপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি ইতিবাচক লক্ষণ। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ-এর দেওয়া তথ্য মতে, এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর জন্য ৯৩টি প্রশ্ন পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে তিনি ৩৫টির উত্তর সরাসরি দিয়েছেন। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের জন্য ২ হাজার ৫০৯টি প্রশ্নের নোটিশের বিপরীতে ১ হাজার ৭৭৮টি উত্তর দেওয়া হয়েছে বলেও জানান স্পিকার। বিরোধী দল সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করে সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার চেষ্টা করবে, সংসদীয় ব্যবস্থার এই রীতি সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেখা গেছে বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল আলম। তিনি বলছেন, "জ্বালানি সমস্যা নিয়ে বিরোধী দল সংসদে সরকারের সমালোচনা করেছে। সরকারি দল জবাব দিয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে কমিটি গঠন করেছে, এটি ভালো লক্ষণ।„

৫. ওয়াকআউট ও বিরোধী দলের সক্রিয়তা

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিল পাস ও বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ জানিয়ে অন্তত তিনদিন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটেছে। কোনো নির্দিষ্ট বিল বা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করার এই পুরোনো সংস্কৃতি এবার ভিন্ন বার্তা দিয়েছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। এছাড়া, ওয়াকআউটের পর পুনরায় ফিরে এসে

আলোচনায় অংশ নেওয়ার প্রবণতা সংসদীয় শিষ্টাচারের জন্য ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা। ”এর মাধ্যমে বোঝা গেছে যে, সংসদে বিরোধী দল কেবল নামমাত্র নয়, বরং তারা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাতে পিছপা হবে না„ বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল আলম। তিনি বলছেন, সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা ওয়াকআউট। সড়কে আন্দোলনের বদলে সংসদীয় গণতন্ত্রে এই চর্চার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

৬. আলোচনায় স্পিকার- ডেপুটি স্পিকার

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকেই আলোচনায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ এবং ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল। বিশেষ করে সংসদের নিয়মকানুন এবং সদস্যদের আলোচনার সময় বণ্টন নিয়ে দেওয়া তাদের নানা বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, জুলাই সনদসহ নানা ইস্যুতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে বাহাস স্পিকার বেশ ভালোভাবেই সামাল দিয়েছেন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, ”স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার দুইজন ভালো মুরুব্বি হওয়াতে আমি আশাবাদী যে, এই সংসদটা ভালোই চলবে।„

৭. সংসদের 'আলোচিত চরিত্র'

এবারের অধিবেশনে বেশ কয়েকজন বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। বিশেষ করে, সংসদের স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের নানা বক্তব্য নিয়ে নানা মাধ্যমে আলোচনা হতে দেখা গেছে। সরকারি ও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের হট্টগোল সামাল দেওয়ার পাশাপাশি, জাতীয় সংসদ অধিবেশনে একজন সংসদ সদস্যের গরম পানি পান করার ঘটনায় স্পিকারের ক্ষোভ প্রকাশ এবং ফ্লোর ক্রসিংসহ সংসদীয় নিয়ম-কানুনের নানা বক্তব্যও তাদেরকে আলোচিত করেছে। এছাড়া, সংসদ সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছেন সালাহউদ্দিন আহমেদ। সংসদ অধিবেশনের সমাপনী আলোচনার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, মি. সালাহউদ্দিন প্রথম অধিবেশনে সবচেয়ে বেশি কথা বলেছেন এবং গঠনমূলক বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। প্রথম অধিবেশনের শেষ দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় সরকারি দলের সমালোচনা, জুলাই সনদ এবং দুর্নীতি নিয়ে বক্তব্য রেখে আলোচিত হয়েছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য জামায়াত করতে পারে না, যদি কেউ করে, সেটা 'ডাবল অপরাধ'- সংসদ অধিবেশনে কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ফজলুর রহমানের দেওয়া এই বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা হতে দেখা গেছে।

৮. বিল পাস ও অধ্যাদেশ উত্থাপনের রেকর্ড

প্রথম অধিবেশনের ২৫ কার্যদিবসে মোট ৯৪টি বিল পাস হয়েছে বলে সমাপনী বক্তব্যে জানিয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া বিগত সময়ে জারিকৃত ১৩৩টি অধ্যাদেশ সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, একসঙ্গে এত বিপুলসংখ্যক আইনগত নথি নিষ্পত্তি করা সংসদীয় ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা, যা প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটাতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন তারা। এছাড়া, এই অধিবেশনে অন্যতম বড়ো আলোচনার বিষয় ছিল সংসদীয় কার্যপ্রণালি বিধির সংস্কার। সংসদকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা, সদস্যদের সময় বণ্টন এবং স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে এই অধিবেশনে। সংসদ সদস্যরা দাবি তুলেছেন, সংসদ যেন কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফলন না হয়ে সব মতের মানুষের মিলনস্থলে পরিণত হয়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৫.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ : পেজেশকিয়ান

ইরানের প্রেসিডেন্ট বেলারুশের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এমন দেশগুলোর সঙ্গে সক্রিয় ও ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে, যারা পারস্পরিক সম্মান ও যৌথ স্বার্থের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। পার্সটুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো ফোনালাপে তেহরান-মিনস্ক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। পেজেশকিয়ান এ সময় বেলারুশের প্রেসিডেন্টকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং ইসলামাবাদ আলোচনার সর্বশেষ অবস্থার পাশাপাশি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের উসকানিমূলক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যাতে ইরান বিশ্বাস করতে পারে এবং যুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্য আলোচনায় তাদের আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়, পাশাপাশি অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো এ সময় বলেন, বেলারুশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে সম্পর্ককে কৌশলগত এবং ক্রমবর্ধমান হিসেবে বিবেচনা করে। তিনি পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং এর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে আশা করেন যে, মতবিরোধগুলো সংলাপের

মাধ্যমে সমাধান হবে। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট বলেন, পারস্পরিক আস্থা ছাড়া আলোচনা স্থায়ী ফল দিতে পারে না, আস্থা গড়ে তোলার পরিবেশ জোরদার করা অপরিহার্য। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০১.০৫.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ইরানের বিরুদ্ধে আরও হামলার কথা বিবেচনা করবেন ট্রাম্প : প্রতিবেদন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নৌ অবরোধের মাধ্যমে ইরানের উপর সামরিক চাপ প্রয়োগ করে আসছেন, যা তিনি বিমান হামলার চেয়ে বেশি কার্যকর বলে মনে করছেন। তবে, মার্কিন সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যানুযায়ী, তাকে নতুন সামরিক পদক্ষেপের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হবে। সংবাদ ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওস বুধবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। এতে বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে যে, সামরিক বাহিনী একটি `স্বল্পকালীন ও শক্তিশালী, ধারাবাহিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কর্মকর্তারা বলেন, এর লক্ষ্য হলো তেহরানকে `পারমাণবিক বিষয় নিয়ে আরও নমনীয়তার, জন্য চাপ দেওয়া। এদিকে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তার দেশ `পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা,কে `জাতীয় সম্পদ, হিসেবে রক্ষা করতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি পরিচালনার দায়িত্ব একমাত্র ইরানের।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশ নিয়ে মন্তব্যের জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা

বাংলাদেশ নিয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকেরা। বৃহস্পতিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারকে তলব করে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ। ১৫ এপ্রিল এবিপি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ”যখন ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে অবনতি হয়, তখন আমার ভালো লাগে। কারণ যখন সম্পর্ক ভালো থাকে, তখন ভারত সরকার পুশব্যাক চায় না। তাই যখন দুইদেশের সম্পর্কে টানাপড়েন চলে, সেটাকে আসামের মানুষ পছন্দ করে। যখন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, তখন সবটা ঢিলেঢালা হয়ে যায়।„ আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”আমি সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নত না হয়। সেক্ষেত্রে বিএসএফ ও সেনা সীমান্তে পাহারায় থাকে। তার ফলে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশ থেকে আসতে পারে না। যখন সম্পর্ক ভালো থাকে, সেই সময়টা আসামের কাছে উদ্‌বেগের।„
সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রসঙ্গ টেনে আনেন হিমন্ত। তিনি বলেন, ”ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ইউনূসের সময় যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই যেন এখন থাকে।„ আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ”বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের প্রতি অবমাননাকর„ হিসেবে বর্ণনা করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ভারতের একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, ”আমি প্রতিদিন সকালে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন ইউনূসের সময় (ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের) যে পরিস্থিতি ছিল, তা একই থাকে, সম্পর্কের যেন আর উন্নতি না হয়।„

ভারতীয় বিশ্লেষকদের প্রতিক্রিয়া

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী ডিডাব্লিউকে বলেন, ”রাজনৈতিক দলগুলো যা বলছে, সেগুলো একেবারে দেশীয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বলছে। এই বাংলাদেশি ইস্যু ইত্যাদি, এগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে আইনগুলো রয়েছে, যেমন বর্ডার সিকিউরিটি ল, মাইগ্রেশন ল, সিএএ, এনআরসি, এগুলো তো আইনের মতো চলবে, আইনের পথেই চলবে।„ অধ্যাপক লাহিড়ী বলেন, ”কোনো দেশ বা একটি দেশের নাগরিকদের সম্পর্কে বার্তা দেওয়া ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী। এটা কারো ব্যক্তিগত মতামত, যা সার্বিকভাবে বিদেশনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে না বা ফেলবেও না।„ সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য ডিডাব্লিউকে বলেন, ”বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। এর আগে অমিত শাহর মন্তব্যের সময় শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে বহুদিন ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত থেকেছে। তারেক রহমান নতুন সরকার তৈরি করার পরে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার দিকে যাচ্ছে। সেই সময়ে এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। তিনি অনেক সময়ই ভারতের মুসলমানদের নিশানা করে বিভিন্ন কথা বলেন। কিন্তু তার মাথায় রাখা উচিত ছিল যে, বাংলাদেশে যখন নতুন সরকার এসেছে এবং নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চলছে, তখন তার কোনো মন্তব্য যেন সেই সম্পর্ককে বিষিয়ে না দেয়। আমার মনে হয়, ভারতের যে-কোনও রাজনীতিবিদেরই এটা মাথায় রাখা উচিত।„ তিনি বলেন, ”কেউ যদি ছোটো দলীয় স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেন, ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিপদে ফেলে দেন, তাহলে সেটা ঠিক হবে না। বিজেপির অনেক নেতাই নিজের ছোটো আঞ্চলিক স্বার্থ দেখতে গিয়ে বা আঞ্চলিক ভোট রাজনীতিতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে গিয়ে এই ধরনের ভুল করেন। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সেই ভুল করবেন, এটা আমি আশা করিনি। তিনি যে সাম্প্রদায়িক কথা

বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন, সেই ফ্লোতেই হয়ত এই কথাটাও বলে দিয়েছেন, যেটা বাংলাদেশকে ক্ষুণ্ন করেছে। বিশেষ করে, যখন তারেক রহমান আসার পরে যেখানে নয়াদিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে সম্পর্ক মেরামতের চেষ্টা শুরু হয়েছে।„ দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী ডিডাব্লিউকে বলেন, ”দুটো দেশের পারস্পরিক সম্পর্কটা এতটা ঠুনকো নয় যে, কে কী বললেন, তার ফলে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে। পাকিস্তানে প্রতি মুহূর্তেই বিভিন্ন মানুষ ভারত-বিরোধী কথা বলছে, তাদের কেউ কেউ মন্ত্রীও বটে। সেইগুলোতে খুব একটা এদিক-ওদিক হয় না।„ ভারতে এখন নির্বাচনের মৌসুম। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভোট হয়েছে তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরিতে। আসামের ভোট মিটে যাওয়ার পরে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা হিমন্ত পশ্চিমবঙ্গেও প্রচার করেছেন। তার মন্তব্য সম্পর্কে অধ্যাপক রাজাগোপাল বলেন, ”এসব বক্তব্যের অনেক সময় পলিটিক্যাল অডিয়েন্স থাকে, তাদের অ্যাড্রেস করেই বলা হয়। পরে আবার দুইদেশের বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওসব কথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলা। বিশেষত, যখন নির্বাচন থাকে, তখন এ ধরনের কথা বেশি বলা হয়। তাই আসামের মুখ্যমন্ত্রী কী বললেন, তাকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক গুরুত্ব দেয় না।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ রনি)

স্পেন ও ইটালি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের হুমকি ট্রাম্পের

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের সমালোচনা করায় স্পেন ও ইটালি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এমন কোনো পদক্ষেপ বিবেচনায় আছে কিনা, ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, ”হ্যাঁ, সম্ভবত। আমি সম্ভবত তাই করব। কেন করব না।„ তিনি আরও বলেন, ”ইটালি আমাদের কোনো সাহায্য করেনি এবং স্পেনের আচরণ ভয়াবহ, একেবারে ভয়াবহ।„ জার্মানিতে মার্কিন সেনার সংখ্যা `হ্রাসের সম্ভাব্যতা ওয়াশিংটন খতিয়ে দেখছে ও পর্যালোচনা করছে, বলার একদিন পর এই মন্তব্য করলেন ট্রাম্প। ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েলি অভিযানে সাহায্য না করায় এবং হরমুজ প্রণালি খোলার জন্য নৌবাহিনী না পাঠানোয় ন্যাটো মিত্রদের তীব্র সমালোচনা করে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তেহরান এই প্রণালিটি কার্যত বন্ধ করে রেখেছে। গত সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যে-সব মিত্র সহযোগিতা করছে না, তাদের `শাস্তি দেওয়ার জন্য, সম্ভাব্য বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক জোট থেকে স্পেনকে সাময়িকভাবে বাদ দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জার্মানিতে প্রায় ৩৬ হাজার ৪০০ জন, ইতালিতে ১২ হাজার ৬৬২ জন এবং স্পেনে তিন হাজার ৮১৪ জন মার্কিন সৈন্য মোতায়েন ছিল।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ রনি)

ইরান যুদ্ধ অনুমোদন; কংগ্রেসে ভোট ইস্যুতে বিভক্ত রিপাবলিকানরা

ইরান যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়ার সময়সীমা শুক্রবার শেষ হতে চলেছে। শুক্রবারের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মার্কিন যুদ্ধ ক্ষমতা প্রস্তাব (ওয়ার পাওয়ারস রেসোল্যুশন)-এর অধীনে কোনো যুদ্ধ বা সংঘাত শুরুর ৬০ দিনের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সেটা শেষ করতে হবে, অথবা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে কংগ্রেসের অনুমতি নিতে হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরু হলেও, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কংগ্রেসকে সেটা জানিয়েছেন ২ মার্চ। ফলে সেদিন থেকে শুরু হওয়া ৬০ দিনের সময়সীমা শেষ হচ্ছে ১ মে। এমন পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির অনেক নেতাও কংগ্রেসে এই ইস্যুতে ভোট আয়োজনের কথা তুলছেন। সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জন থুন অবশ্য এই ইস্যুতে কোনো ভোট অনুষ্ঠিত হবে না বলে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, ”আমি আমাদের দলের সদস্যরা কী বলছেন, তা মনোযোগ দিয়ে শুনছি এবং এই মুহূর্তে আমি তেমন কিছু দেখছি না।„ ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হচ্ছে ৭ এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শত্রুতা `শেষ, হয়ে গেছে। ফলে এই শর্তটি এক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য নয়। কিছু রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। সিনেটর কেভিন ক্রেমার বলেছেন, অনুরোধ করা হলে তিনি অনুমোদনের পক্ষে থাকবেন। অন্যদিকে যারা প্রাথমিকভাবে সীমিত হামলার পক্ষে ছিলেন, তারা এখন অভিযান সম্প্রসারিত হলে কংগ্রেসের সম্পৃক্ততা চান। উটাহ স্টেটের সিনেটর জন কার্টিস অনুমোদন ছাড়া অর্থায়ন অব্যাহত রাখার বিরোধিতা করে বলেছেন, ”এখন প্রশাসন এবং কংগ্রেস উভয়ের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এবং তা একে অপরের সাথে সমন্বয় করে হতে পারে, সংঘাতের মাধ্যমে নয়।„ বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান সিনেটর যুদ্ধের আরও স্পষ্ট সীমা নির্ধারণ এবং তদারকির জন্য চাপ দিচ্ছেন। আলাস্কার লিসা মুরকোস্কি বলেছেন, হোয়াইট হাউস যদি একটি `বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা, জানাতে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি আরও সীমিত পরিসরের একটি অনুমোদন প্রস্তাব আনতে পারেন। তিনি আরও বলেন, ”আমি মনে করি না যে, সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা ছাড়া আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক পদক্ষেপে জড়িত হওয়া উচিত... কংগ্রেসের একটি ভূমিকা রয়েছে।„ মেইনের সিনেটর সুসান কলিন্স এর আগে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার একটি ডেমোক্র্যাটিক প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি এর আইনি গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, ”৬০ দিনের সময়সীমা কোনো পরামর্শ নয়, এটি একটি আবশ্যিক শর্ত... সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার কোনো সীমা নেই।„ ইরানে চলমান সংঘাত এবং এর খরচ ক্রমশ

অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের জন্য রাজনৈতিক উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ রনি)

রেডিও টুডে

শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলে দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে : প্রধানমন্ত্রী

স্বৈরাচাররা শ্রমিকদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তারা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পানি পায় না। সেজন্য আমরা খাল খনন শুরু করেছি। কৃষক, শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলে, বাংলাদেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে বিএনপির শ্রমিক সমাবেশে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, শ্রমিকদের স্ত্রীরা ফ্যামিলি কার্ড পাবেন। কৃষকদের আমরা ১০ হাজার ঋণ মওকুফ করেছি। কৃষকদের কার্ডের বিষয়েও কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছি। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগেও এই রাজপথ ও আশেপাশের পরিবেশ ছিল আতঙ্কগ্রস্ত। বিএনপি বা এর অঙ্গ-সংগঠনগুলো যখনই কোনো কর্মসূচির আয়োজন করত, তখনই স্বৈরাচারের বাহিনীর হামলার আশঙ্কায় আমাদের তটস্থ থাকতে হতো। সেই ভীতিকর পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি। তারেক রহমান বলেন, ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এ দেশের মানুষ স্বৈরাচারকে বিদায় করেছে। বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা দেখেছি, শুধু শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক বা নারীরাই নন, বরং এ দেশের প্রতিটি খেটে খাওয়া মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। আর লুটপাটের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল দেশের অর্থনীতিকে। সেই বঞ্চনা আর শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতেই ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে এই স্বৈরাচারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি সেক্টরকে ধ্বংস করেছিল ফ্যাসিবাদী সরকার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি সেক্টরকে ধ্বংস করেছিল ফ্যাসিবাদী সরকার এবং সেই শাসনামলে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। শুক্রবার ০১ মে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনামলে অর্থনীতিকে লুটপাটের মহোৎসবে পরিণত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, শুধু হকার উচ্ছেদ করলে হবে না, তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। খেটে খাওয়া মানুষ ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে। তিনি আরও বলেন, সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তারেক রহমান বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে বিতর্কিত ও বন্ধুহীন করে তোলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

শ্রমিক দিবসে বন্ধ কলকারখানা শিগ্‌গিরই চালুর ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বিগত কয়েক বছরে বন্ধ হওয়া কলকারখানা চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (১ মে) বিকেলে মহান মে দিবসে উপলক্ষ্যে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষণা দেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সভাপতি আনোয়ার হোসেইন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, স্বৈরাচাররা শ্রমিকদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে অর্থনীতিকে লুটপাটের মহোৎসবে পরিণত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, শুধু হকার উচ্ছেদ করলে হবে না, তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। খেটে খাওয়া মানুষ ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে। তারেক রহমান বলেন, শ্রমিকদের স্ত্রীরা ফ্যামিলি কার্ড পাবেন। কৃষকদের আমরা ১০ হাজার ঋণ মওকুফ করেছি। কৃষকদের কার্ডের বিষয়েও কাজ চলছে। তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তারা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পানি পায় না। সেজন্য আমরা খাল খনন শুরু করেছি। কৃষক, শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলে বাংলাদেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

ভারত থেকে দেশে এলো আরও ৫ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল

ভারতের শিলিগুড়ির নুমালীগড় রিফাইনারি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের মাধ্যমে আরও ৫ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেল হেড ডিপোতে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ চালানের তেল পার্বতীপুর ডিপোতে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ডিপো ইনচার্জ আহসান হাবিব চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এপ্রিল মাসে এই চালানসহ পার্বতীপুর ডিপোতে মোট ২৫

হাজার মেট্রিক টন ডিজেল আমদানি হয়েছে। এর আগে, মার্চ মাসে এসেছে ২২ হাজার টন ডিজেল। নিয়মিত আমদানির অংশ হিসেবে, গত ২৮ এপ্রিল ভারতের নুমালীগড় টার্মিনাল থেকে পাম্পিং শুরু হয় এবং ৩০ এপ্রিল মধ্যরাতে পুরো কার্যক্রম শেষ হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে হওয়া চুক্তির আওতায় ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে এই জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ব্যবস্থার ফলে দ্রুত ও নিরাপদে জ্বালানি পরিবহণ সম্ভব হচ্ছে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এদিকে ডিপোর একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আগামী মে মাসেও পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিজেল আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে দেশে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যায়।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ এলিনা)

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে চার শিশুর মৃত্যু

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরো চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১ মে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, গত ১৫ মার্চ হতে আজ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ২৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাম শনাক্ত হওয়া ৪৯ রোগী মারা গেছে। একই সময়ে (বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা) হামের লক্ষণ দেখা গেছে ১ হাজার ১৭০ জনের শরীরে। আর হাম শনাক্ত হয়েছে ১১৫ জনের। এ ছাড়া, হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২৬ হাজার ১০০ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ২২ হাজার ৬৫০ জন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ এলিনা)

রেমিট্যান্সের ভিত্তি স্থাপন করেন শহিদ জিয়া, পূর্ণতা দিয়েছেন খালেদা জিয়া : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, আজ যে রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি, তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে তা পূর্ণতা দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেগম খালেদা জিয়া। শুক্রবার (১ মে) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শ্রম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ত্রিপক্ষীয় শ্রমনীতি ও সংস্কার শ্রম কল্যাণের ভিতকে শক্তিশালী করেছে। ১৯৭৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মিনিস্ট্রি অব ম্যানপাওয়ার। এ সময় তিনি মধ্যপ্রাচ্যসহ ৩৩টি দেশে বাংলাদেশি শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই উদ্যোগই পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহের নতুন যুগের সূচনা করে। তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া `শ্রম আইন ২০০৬, প্রণয়ন ও শ্রম কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ শ্রমিকের অধিকার, কর্মসংস্থান ও কল্যাণের ভিতকে আরও বিস্তৃত করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দেশের আপামর শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ, ন্যায্য অধিকার রক্ষা, শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য নিরাপদ ও নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নির্যাতিত, আহত ও শহিদ শ্রমিকদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। রাষ্ট্রপতির মতে, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শ্রমিকদের ভূমিকা অপরিসীম এবং তারাই অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ এলিনা)

গণভোটের একটা অংশে প্রতারণা আছে : আইনমন্ত্রী

গণভোটের একটা অংশে প্রতারণা আছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। আজ (শুক্রবার, ১ মে) সকালে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার মে দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ”জুলাই সনদ বাস্তবায়নে যা যা করার বিএনপি করবে। তবে, গণভোটের একটা অংশে প্রতারণা আছে, বিএনপি প্রতারণার অংশের সাথে নেই।„ এসময় জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে গেছে বলেও জানান তিনি। শৈলকূপা পৌর শ্রমিক দলের আয়োজনে মে দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান তুর্কিসহ অন্যান্যরা।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ এলিনা)

সৌদি পৌঁছেছেন ৪০,৫৯০ বাংলাদেশি হজযাত্রী, ৭ জনের মৃত্যু

চলতি বছর হজ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এখন পর্যন্ত ১০১টি হজ ফ্লাইটে মোট ৪০,৫৯০ জন বাংলাদেশি হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। কর্মকর্তারা আজ (শুক্রবার) এ তথ্য জানিয়েছেন। বাংলাদেশ হজ অফিসের পরিচালক মো. লোকমান হোসেন জানান, সকাল ১০টা পর্যন্ত ১০১টি ফ্লাইট জেদ্দায় অবতরণ করেছে। হজ বুলেটিনে জানানো হয়, এ পর্যন্ত ৭ জন হজযাত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে মক্কায় ৫ জন এবং মদিনায় ২ জন মারা গেছেন। এতে আরও বলা হয়, সৌদি মেডিকেল টিম সরাসরি ৬,৮৩২ জন হজযাত্রীকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে। এছাড়াও আইটি হেল্পডেস্কের মাধ্যমে আরও ৮,৮৩০ জন চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন। পরিচালক জানান, চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৮,৫০০ জন হজ পালনের অনুমতি পেয়েছেন। মোট ৬৬০টি এজেন্সি এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মধ্যে

৩০টি প্রধান এবং ৬৩০টি সমন্বয়কারী এজেন্সি রয়েছে। বিমান সংস্থাভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ৪৬টি ফ্লাইটে ১৮,৯৯২ জন, সৌদি এয়ারলাইন্সের ৩৭টি ফ্লাইটে ১৪,৪৫৬ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্সের ১৮টি ফ্লাইটে ৭,১৪২ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে গেছেন। বাকী ৩৭,৭৫৬ জন হজযাত্রী নির্ধারিত এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সৌদি আরবে পৌঁছাবেন বলেও তিনি জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্রে নিহত শিক্ষার্থী বৃষ্টির মরদেহ পাওয়া গেছে

জামিল লিমনের পর যুক্তরাষ্ট্রে নিহত অপর বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নাহিদা বৃষ্টির মরদেহও পাওয়া গেছে। এর আগে, ফ্লোরিডার হাওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ব্রিজের নিচ থেকে লিমনের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর সেখান থেকে মানবদেহের আরও কিছু খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায়। শুক্রবার ফ্লোরিডার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নাহিদা বৃষ্টির ভাইকে ফোন করে বলা হয়, উদ্ধারকৃত দ্বিতীয় মরদেহটি বৃষ্টির। বৃষ্টির পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। মিয়ামির বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাস বৃষ্টির মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করছে। জামিল লিমনের মরদেহ ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে আগামীকাল শনিবার বাংলাদেশে পাঠানো হবে। দুবাই হয়ে মরদেহ সোমবার ঢাকায় পৌঁছাবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

কুয়েতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য জরুরি বিজ্ঞপ্তি

কুয়েতের প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য জরুরি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশটির বাংলাদেশ দূতাবাস। জরুরি এ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কুয়েতের আকাশপথ আবারও খুলে দেওয়ায়, বাংলাদেশি নাগরিকদের সৌদি আরব হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য চালু করা বিশেষ এন্ট্রি পারমিট সুবিধা শুক্রবার থেকে আর থাকছে না। মূলত, সরাসরি ফ্লাইট চালু হওয়ায় এই বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে কুয়েতের বাংলাদেশ দূতাবাস। বৃহস্পতিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, কুয়েতের বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সৌদি আরব হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের জন্য সৌদি এন্ট্রি পারমিটের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম এখন থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। কুয়েতে বসবাসরত সব প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কুয়েত সরকার দেশটির আকাশপথ পুনরায় উন্মুক্ত করেছে। এর ফলে বিভিন্ন এয়ারলাইনস সরাসরি কুয়েত থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা কার্যক্রম শুরু করেছে। এমন অবস্থায় বর্তমানে কুয়েত থেকে সরাসরি ফ্লাইটে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই ১ মে থেকে কুয়েতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সৌদি আরব হয়ে যাতায়াতের জন্য সৌদি এন্ট্রি পারমিটের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

ষড়যন্ত্রকারীরা বিশ্ব দরবারে দেশকে বন্ধুহীন করার চক্রান্ত করছে : প্রধানমন্ত্রী

একটি মহল বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে বন্ধুহীন ও বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। এদিন বেলা আড়াইটায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মধ্যদিয়ে সমাবেশ শুরু হয়। পরে বেলা ৪টা ১৯ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে এসে পৌঁছান। এ সময় হাজার হাজার মানুষ করতালি ও স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করেন। এছাড়া, মঞ্চের সামনে থাকা শ্রমিক নেতা-কর্মীরা তাদের হাতে থাকা কৃষি ও শিল্প সরঞ্জাম উপরে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও হাত নেড়ে তাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। সমাবেশে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, যারা অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশ যখন গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে, একটি মহল অতীতের মতো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে বিতর্কিত ও বন্ধুহীন করতে চায়। স্বৈরাচারকে যেভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সেভাবেই প্রতিহত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও সুসংগঠিত করবে : প্রধানমন্ত্রী

শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' আয়োজিত হওয়ার খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই আনন্দের কথা প্রকাশ করেন তিনি। পোস্টে তিনি লেখেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায় থেকে শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' আয়োজিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশের জন্য ঐতিহ্যবাহী 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের যে ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে, তারই অনুপ্রেরণায় দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এবার সারা দেশ থেকে খুদে ক্রীড়া

প্রতিভা খুঁজে বের করে আনতে বর্তমান সরকারের এই নতুন প্রয়াস। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, খেলাধুলা আজ কেবল নিছক বিনোদন বা অবসরে শরীরচর্চা নয়, বিশ্বজুড়ে এটি একটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা হিসেবে স্বীকৃত। দেশের জনগণের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, আমরা ক্রীড়াকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব এবং খেলোয়াড়দের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। ইতোমধ্যে সরকার জনগণের কাছে দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে নতুন ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণে শুরু হচ্ছে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'। এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের জন্য একটি টেকসই ও পেশাদার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

রাজধানীতে বাবার সামনে মেয়েকে অপহরণ, মূলহোতা আটক

রাজধানীর উত্তরায় গত ২২ এপ্রিল দুপুরে বাবার সামনে থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল উত্তরা গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে (১৪)। অপহরণের ৯ দিনের মাথায় ঘটনার মূলহোতাকে আটক করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে অপহৃত ভুক্তভোগীকেও উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে গাজীপুরের পূবাইল এলাকা থেকে অভিযুক্ত লামীন ইসলামকে (১৯) গ্রেফতার করা হয়। লামীন গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার রায়েরদিয়া এলাকার বাসিন্দা। মামলার এজাহারে ভুক্তভোগীর বাবা জানান, গত ২২ এপ্রিল পরীক্ষা শেষে দুপুর আড়াইটার সময় মেয়েকে নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ৫ নম্বর রোডে পৌঁছালে আসামি লামীন ইসলামসহ অজ্ঞাতনামা ৬ থেকে ৭ জন আমার মেয়েকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার পর উত্তরাপূর্ব থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন ভুক্তভোগীর বাবা। পরে উত্তরা পূর্ব থানার একটি দল অভিযান চালিয়ে প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর দেড়টার সময় গাজীপুরের পূবাইলের কালু মার্কেট এলাকা থেকে প্রধান অভিযুক্ত লামীনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মামলার পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ আসাদ)

জাগো নিউজ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে অগ্নিকাণ্ড, পুড়লো গুরুত্বপূর্ণ নথি-মালামাল

রাজধানীর মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে (ডিপিই) নতুন ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকটি কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুড়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও মালামাল। শুক্রবার (১ মে) ভোর আনুমানিক ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে শুক্রবার দুপুরে জাগো নিউজকে জানান, ভোরের দিকে কখন আগুন লেগেছে, তা প্রথমে সিকিউরিটি গার্ডরা বুঝতে পারেননি। এ কারণে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে। বেশ কয়েকটি কক্ষের নথিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এটি শর্ট সার্কিট থেকে ঘটেছে, নাকি ভিন্ন কিছু, তা কেউ নিশ্চিত নয়, তদন্তে বোঝা যাবে। এদিকে, সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন পরীক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে মন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাখাওয়াত হোসেনকে ৩ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি ঘটনার পেছনে নাশকতামূলক কোনো কর্মকাণ্ড রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশকে নির্দেশনা দেন। ঘটনাটি তদন্তপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে পুলিশকে তাগিদ দিয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

ভিড় নেই ঢাকার কোনো পাম্পে, মিনিটেই মিলছে তেল

মিজানুর রহমান ঢাকায় মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ার করেন। এতদিন জ্বালানি তেল নিতে তার দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো পাম্পে। কোনো কোনো দিন পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা লেগেছে তেল নিতে। তবে আজ শুক্রবার মিজানুর দেখলেন ভিন্ন এক চিত্র। রাজধানীর আসাদগেটে সোনার বাংলা ফিলিং স্টেশনে তার তেল নিতে সময় লাগলো মাত্র সাত মিনিট। মিজানুরের মতো অসংখ্য রাইড শেয়ার করা চালক এবং জরুরি প্রয়োজনে বাইক চালকদের এতদিন রাজধানীর বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল কিনতে দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে রাজধানীর পাঁচটি ফিলিং স্টেশন ঘুরে দেখা যায়, কোনো পাম্পেই ভিড় নেই। সহজেই তেল নিতে পারছেন বাইকাররা। পাশাপাশি প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাসগুলোও ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে তেল পাচ্ছে। শুক্রবার (১ মে) রাজধানীর মিরপুর, আসাদগেট, শাহবাগ, রমনাসহ বিভিন্ন পাম্প ঘুরে দেখা যায়, দীর্ঘ লাইন নেই, মোটরসাইকেল, ব্যক্তিগত গাড়িসহ সব পরিবহণ তাদের চাহিদামতো জ্বালানি নিচ্ছে। আসাদগেটে সোনার বাংলা ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে আসা হাবিব রহমান জাগো নিউজকে বলেন, গত সপ্তাহেও তেলের জন্য কয়েকটা পাম্প ঘুরতে হয়েছে। আজ এসে দেখি ভিড়

নেই। যতটুকু চেয়েছি, ততটুকুই পেয়েছি। কোনো লিমিট নেই, দেখে ভালো লাগছে। আসাদগেটের আরেক ফিলিং স্টেশন মেসার্স তালুকদার পাম্পে দেখা যায়, মাত্র দুটি মোটরসাইকেল রয়েছে তেল নিতে। প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাস রয়েছে সাত থেকে আটটির মতো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

কুষ্টিয়ায় পীর শামীম হত্যায় আরও এক আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর পরিচিতি পাওয়া আব্দুর রহমান শামিম ওরফে জাহাঙ্গীর (৬৫) হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি রাজীব মিস্ত্রিকে (৩২) রাজশাহী থেকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শুক্রবার (১ মে) আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে, বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) রাতে ১১টার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রাজীব মিস্ত্রি ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ ফিলিপনগর গ্রামের গাজী মিস্ত্রির ছেলে এবং মামলার ৩ নম্বর আসামি। কুষ্টিয়া র‍্যাব-১২ এর কোম্পানি কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকারের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, র‍্যাব-৫ রাজশাহী ও র‍্যাব-১২ কুষ্টিয়ার যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, পীর হত্যা, আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা মামলা এবং বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে জড়িতদের শনাক্ত করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। রাজিবকে শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

দেশ গড়ার শ্রমিক হতে নিজের নাম লেখান : প্রধানমন্ত্রী

দেশ গড়ার শ্রমিক হতে নিজের নাম লেখানোর জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (১ মে) মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশটি হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, ”জুলাই আন্দোলনে শ্রমিকদের ৭২ জন শহিদ হয়েছেন, তাদের স্মরণ করছি।„ তিনি অভিযোগ করেন, স্বৈরাচারের সময় স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাত ধ্বংস করার মাধ্যমে শ্রমিকদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। ২০২৪ সালে মানুষ স্বৈরাচারকে বিদায় দিয়েছে। এখন দেশ গড়ার পালা। বিএনপি জনগণের সরকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”এক মাস আগে নির্দেশনা দিয়েছি, কত দ্রুত আমরা কলকারখানা চালু করতে পারবো। এই সপ্তাহে আবার মিটিং করবো। বাংলাদেশের যে-সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, পর্যায়ক্রমে চালু করবো। এর বাইরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।„
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

চাকরি হারালে প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকে না : জামায়াত আমির

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, প্রবাসীরা বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে আয় করা অর্থ দেশের উন্নয়নে পাঠান। তারা বিদেশে প্রাসাদ না বানিয়ে সেই টাকা দেশে পাঠান। তবে এসব রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয় না। চাকরি হারালে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকে না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার (১ মে) বিকেলে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিদেশে অবস্থিত মিশন, হাইকমিশন বা দূতাবাস থাকলেও, প্রবাসীরা নানা ভোগান্তির শিকার হন। পাসপোর্ট নবায়নে গিয়ে তারা দালালদের খপ্পরে পড়ে হয়রানির মুখে পড়েন। এছাড়া, চাকরি হারালে অনেক সময় তাদের পাশে দাঁড়ানোরও কেউ থাকে না। জামায়াত আমির অভিযোগ করেন, প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া যথাযথভাবে তুলে ধরা হচ্ছে না। প্রবাসীদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্র ও সরকারকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। যে-সব দেশে দূতাবাস প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না, সেখানে এমন এম্বাসি থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার মতে, দূতাবাসের কাজ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে লালন-পালন করা নয়, বরং দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমান রাষ্ট্র পুনর্গঠনে কাজ করছেন : মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মানুষের আস্থা অর্জন করে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করেছেন। `আই হ্যাভ এ প্ল্যান, কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্র কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ করছেন। শুক্রবার (১ মে) বিকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে শ্রমিক দলের আয়োজনে মে দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মির্জা ফখরুল বলেন, তারেক রহমান শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি মেহনতি মানুষের প্রতীক। তিনি দেশকে সংকটময় পরিস্থিতি

থেকে রক্ষা করেছেন এবং ধ্বংসপ্রায় ব্যাংকিং খাত ও অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। বিগত আন্দোলনে নিহত শ্রমিকদের স্মরণ করেন এবং হকারদের পুনর্বাসনে উদ্যোগ নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মির্জা ফখরুল। এর পাশাপাশি, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবিও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

ভোলার চরাঞ্চলে কালবৈশাখির তাণ্ডব, বসতঘর-দোকান লন্ডভন্ড

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন ঢালচরে হঠাৎ কালবৈশাখি ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার (১ মে) গভীর রাত আনুমানিক ১টার দিকে শুরু হওয়া এই ঝড়ে ইউনিয়নের পূর্ব ঢালচর এলাকার অন্তত ৩৫টি মাছের আড়ত, দোকান ও বসতঘর আংশিক বা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রচণ্ড বাতাস ও বৃষ্টিতে এলাকার মো. বাসার হাওলাদার, জাহাঙ্গীর পাটওয়ারী, নূরন্নবীসহ অনেকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরের টিনের চালা উড়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সবাই দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ায় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে ঘরবাড়ি ও মালামাল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। তারা জানান, ঢালচরের এই বাসিন্দাদের অধিকাংশই মৎস্য শিকার ও ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। ইলিশের মৌসুমকে সামনে রেখে এনজিও বা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তারা ঘরবাড়ি ও আড়ত মেরামত করেছিলেন, কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন জরুরি ভিত্তিতে সরকারি সহযোগিতার দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুমানা আফরোজ জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দ্রুত একটি তালিকা তৈরি করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

শ্রম সমস্যা নিরসনে সরকার-মালিক-শ্রমিক টিম ওয়ার্ক চলমান : শ্রমমন্ত্রী

শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার, শ্রম সংক্রান্ত সমস্যা নিরসন এবং শ্রম খাতে সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিক টিম ওয়ার্ক চলমান থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। শুক্রবার (১ মে) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মহান মে দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শ্রমমন্ত্রী বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং দেশনেত্রী মরহুমা খালেদা জিয়ার রাষ্ট্র চিন্তার মূলে ছিল শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধন এবং একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান বিএনপি সরকারও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়নের ফলে গত ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে দেশের সার্বিক শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছিল। বেতন-বোনাস ও প্রাপ্য ছুটি ঈদের পূর্বে নিশ্চিত করায় শ্রমিক ভাই-বোনেরা নিরাপদে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রী সিলেট যাচ্ছেন শনিবার

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামীকাল শনিবার (২ মে) সিলেট যাচ্ছেন। সফরকালে তিনি ধর্মীয় স্থানে জিয়ারত, উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, নদী পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্‌বোধন, ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং দলীয় সভায় যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হযরত শাহজালালের (র.) মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর বেলা ১১টায় সিলেট সার্কিট হাউস সংলগ্ন চাঁদনী ঘাট এলাকায় শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে সিলেট সিটি করপোরেশনের গৃহীত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সুধী সমাবেশে যোগ দেবেন তিনি। দুপুর ১২টায় সিলেট জেলার সদর উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের বাইশা নদী পুনঃখনন কর্মসূচির উদ্‌বোধন করবেন। বিকেল ৩টায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত শিশু-কিশোরদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি `নতুন ক্রীড়া স্পোর্টস-২০২৬,-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন তিনি। এরপর বিকেল ৫টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিলেটে আয়োজিত দলীয় সভায় অংশ নেবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

এভারকেয়ারে চিকিৎসার জন্য `ভুয়া, সার্টিফিকেট, কামরুলের বিষয়ে আদেশ বাতিল

মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার আসামি সাবেক মন্ত্রী মো. কামরুল ইসলামের চিকিৎসার জন্য এক হাসপাতালের নামে অন্য হাসপাতালের মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে আদেশ নেওয়ায়, সেই আদেশ বাতিল করেছেন ট্রাইব্যুনাল। জানা গেছে, চিকিৎসার বিষয়ে ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট বানিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেসরকারি

এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার আদেশ নিয়েছিলেন কামরুল ইসলাম। কারা কর্তৃপক্ষের সন্দেহের ফলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আসে। প্রসিকিউশন খতিয়ে দেখে আদালতকে বিষয়টি অবহিত করে। এ ঘটনায় আদালত আসামিপক্ষকে ভর্ৎসনা করে। পরে এভারকেয়ার হাসাপাতালে চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে আগের দেওয়া আদেশ বাতিল করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

নিউমুরিং টার্মিনালে একদিনে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে নতুন রেকর্ড

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে (এনসিটি) একদিনে সর্বোচ্চ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের নতুন রেকর্ড হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ২৪ ঘণ্টায় মোট ৫ হাজার ৭০৯ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি বন্দরের অপারেশন ইতিহাসে একটি অনন্য মাইলফলক। শুক্রবার (১ মে) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ অর্জন চট্টগ্রাম বন্দরের সামগ্রিক সক্ষমতার এক বড়ো প্রতিফলন। এক লিখিত বিবৃতিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, বন্দর ও টার্মিনাল অপারেটরের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় গত ৩০ এপ্রিল একদিনে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে ৫ হাজার ৭০৯ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং সম্পন্ন হয়েছে, যা এ টার্মিনালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। একই সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সব টার্মিনাল মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টায় মোট ১০ হাজার ১৬২ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়, যা বন্দরের সামগ্রিক সক্ষমতার বড়ো বহিঃপ্রকাশ। শুক্রবার (১ মে) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

৬ দিন পর সচল বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট

টানা ছয়দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের পার্বতীপুর বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটির বিদ্যুৎ উৎপাদন আবারও শুরু হয়েছে। বয়লারের পাইপ ফেটে যাওয়ায় গত ২৫ এপ্রিল ইউনিটটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার (১ মে) সন্ধ্যায় বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহকারী প্রধান প্রকৌশলী মোহসিনুল ফিরোজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টায় ১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিটটি চালু করা হয়। বিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইউনিটটি থেকে বর্তমানে প্রায় ৫৫-৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পার্বতীপুর বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির কয়লা ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০০৬ সালে এই ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রটি চালু হয়। প্রথমে দুটি ১২৫ মেগাওয়াট ইউনিট দিয়ে উৎপাদন শুরু হলেও, ২০১৭ সালে আরও একটি ২৭৫ মেগাওয়াট ইউনিট যুক্ত হয়। তবে যান্ত্রিক জটিলতার কারণে কেন্দ্রটি কখনো পূর্ণ সক্ষমতায় ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন করতে পারেনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৫.২০২৬ রিহাব)

BBC

HEGSETH SAYS CLOCK PAUSED ON DEADLINE TO SEEK APPROVAL FOR IRAN WAR

US Defence Secretary Pete Hegseth has argued that the clock has paused on a deadline for the Trump administration to seek approval from Congress for the US-Israeli war with Iran. Hegseth was responding to questions from members of the Senate, or upper chamber, on Thursday. Friday is the 60th day since Trump formally notified Congress of the strikes against Iran on 2 March. US law requires a president to "terminate any use of United States Armed Forces" within 60 days of such a notification - unless Congress allows a continuation. A senior administration official said hostilities with Iran had "terminated", emphasizing that a ceasefire had been in effect since early April. (BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

MYANMAR EX-LEADER AUNG SAN SUU KYI MOVED TO HOUSE ARREST: MILITARY

The detained former Myanmar leader Aung San SUU KYI has been moved to house arrest, the country's state media has reported. The 80-year-old Nobel laureate has been held in detention - probably in a military prison in the capital Nay Pyi Taw - since she was removed from office in a military coup in 2021. A statement by military leader Min Aung Hlaing, who led the coup, said he had "commuted her remaining sentence to be served at the designated residence". Aung San Suu Kyi came to power in 2015 after Myanmar's then rulers introduced democratic reforms. (BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

BILLIONS OF MEALS AT RISK DUE TO IRAN WAR: FERTILIZER BOSS

The interruption to supplies of fertilizer and its key ingredients due to the war in Iran could cost up to 10 billion meals a week globally and will hit poorest countries hardest, according to the boss of one of the world's biggest fertilizer producers. Svein Tore Holsether, chief executive of Yara, told the BBC that hostilities in the Gulf, which have blocked shipping through the Strait of Hormuz, are jeopardizing global food production. Reduced crop yields as a result of lower fertilizer use could lead to a bidding war for food, he warned. He urged

European nations to consider carefully the impact of a price war on the "most vulnerable" in other countries. (BBC News Web Page: 01//05/26, FARUK)

ISRAEL RELEASES ALL BUT TWO ACTIVISTS IN GREECE AFTER INTERCEPTING GAZA AID FLOTILLA

All but two pro-Palestinian activists detained by Israeli forces after their flotilla headed for Gaza was intercepted in international waters have now been released in Greece. On Thursday, around 175 activists aboard 22 boats carrying aid were seized near the island of Crete. The organizers of the Global Sumud Flotilla (GSF) denounced the action as "piracy", saying members were seized unlawfully more than 955km from Gaza, which is under an Israeli naval blockade. Israel's foreign ministry called the flotilla a "PR stunt". All the detained activists have disembarked in Crete, apart from two men who are being brought to Israel "for questioning", according to the Israeli government.
(BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

BRAZIL'S CONGRESS APPROVES PLAN TO DRASTICALLY CUT BOLSONARO'S JAIL TERM

Brazil's Congress has overturned a veto of a bill that would dramatically reduce former president Jair Bolsonaro's prison sentence for plotting a coup after he lost the last election. Last year Bolsonaro was sentenced to 27 years in jail for his attempt to cling to power after losing the 2022 elections to Luiz Inacio Lula Da Silva. Lula had tried to block a subsequent push by the conservative-majority Congress to reduce Bolsonaro's term to just over two years, but in a tense session on Thursday lawmakers overrode his veto of a law changing how prison sentences are calculated. (BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

US IMPOSES SANCTIONS ON DR CONGO EX-PRESIDENT KABILA ALLEGING REBEL SUPPORT

The US has imposed sweeping sanctions on former Democratic Republic of Congo President Joseph Kabila, accusing him of backing the M23 rebel group. Washington alleges he provided financial support, encouraged defections from the Congolese and even "sought to launch attacks" on the military from outside the country. The 54-year-old ex-president, who led DR Congo for 18 years from 2001, has not responded to a BBC request for comment. The US said these latest sanctions were part of a wider effort to support last year's peace deal between neighbours DR Congo and Rwanda that it brokered. Washington also says Rwanda supports the M23 and sanctioned some of its army's leading commanders in March. (BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

DEADLY ISRAELI STRIKES ON SOUTHERN LEBANON DESPITE CEASEFIRE

Seventeen people, including two children, were killed in Israeli strikes in southern Lebanon on Thursday, the health ministry said, as violence continues despite a ceasefire now in its second week. The strikes - which Israel said were targeting Hezbollah infrastructure - also wounded 35 people, among them nine children and eight women, the ministry said. Separately, Hezbollah said it had carried out attacks on Israeli forces in the south, including a drone strike targeting soldiers in the Bint Jbeil district. The violence comes as Israel presses ahead with military operations in Lebanon despite the ceasefire announced on 16 April, after direct talks between Lebanese and Israeli ambassadors in Washington. (BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

CHINA SCRAPS TARIFFS FOR ALL BUT ONE AFRICAN NATION

China will scrap tariffs for all African countries from Friday - except Eswatini, which maintains ties with Taiwan. As of December 2024, China had already implemented a duty-free policy for 33 least-developed African nations. The policy now covers 53 countries, and will be in place until 30 April 2028. It is unclear what will happen after that. Beijing has boasted that it is the first major economy to offer unilateral zero-tariff treatment to Africa. But analysts say that while China is seizing the chance to enhance its soft power, they point out that tariffs are rarely the main obstacle for exporters in Africa which has a huge trade deficit with China. (BBC News Web Page: 01/05/26, FARUK)

:: THE END ::